পাঠাগার-ভাবনা ও আমার অভিজ্ঞতা

সাখাওয়াত হোসেন

বয়স তোমার শরীরের বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটাবে আর বই ঘটাবে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। একটি বই তোমার ধ্যানধারণা এমনকি আইডিওলজি পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। একজন শিক্ষিত মানুষ আর একজন নিরক্ষর মানুষ যদি একসঙ্গে ব্যবসায়ে নামে তবে এক বছরের মাথায় দুজনের লভ্যাংশ হবে আকাশপাতাল তফাৎ।

আমিও এই খেলায় মত্ত হই, সমাজের তরুণদের মন-মানসিকতা চিন্তা করে একটি সামাজিক পাঠাগার খুলে বসি। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের তারুণ্যের সময় ও শক্তি যেন কোনও মন্দ কাজে ব্যয় না হয়। তাই মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য যেমন ধর্মীয় গ্রন্থ প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি পড়াশোনায় মনোযোগী করার জন্য বিভিন্ন মোটিভেশনাল বই এবং চিন্তার জগতের বিস্তৃতির জন্য ভালো ভালো উপন্যাস সংগ্রহে রেখেছি। বিজ্ঞানের বইও রয়েছে।

তরুণ তরুণীদের জন্য শুরু হলেও একটা সময়ে সমাজের শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধ মা, চাচি, দাদিরা আমার পাঠাগারের বই পড়ার আগ্রহ দেখান। তাদের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা শুরু করলাম সংসারে সুখ, শান্তি বজায় রাখার বিভিন্ন বই। মা তাঁর শিশুদের কিভাবে মানুষের মতো গড়ে তুলবেন, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূর সম্পর্ক কেমন হবে এমন নানান ধরনের বই সংগ্রহ করা শুরু করি।

আর আমি অবাক হলাম; এত ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি যা আমার কাজ করার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ। আমি নিজেই প্রথম প্রথম সবার ঘরে ঘরে গিয়ে বই দিয়ে আসতাম। আস্তে আস্তে অনেকে নিজেই আসা শুরু করল বই নিতে। পাশের গ্রামের একটা ছেলে প্রতি সপ্তাহে বই নিতে আসত, এখন তারা নিজেরাই এমন একটা পাঠাগার গড়ে তুলেছে। আমি সবরকম পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি।

তবে আমার বই আর আলমারি কেনার জন্য নিজের তেমন কোনো টাকাই খরচ করতে হয় নি। সমাজের যেসকল ভাই-চাচারা স্বাবলম্বী এবং যারা প্রবাসী, তাঁরা আমাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছেন।

বই যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এবং যাতে না হারায় তার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি, যিনি নেবেন তাঁর নাম ও তারিখ এবং ফিরিয়ে দেওয়ার তারিখ সঙ্গে সঙ্গেই লিখে রাখতে হয়।

আমি আশা করছি এই পাঠাগারের পাঠকদের মধ্য থেকেই এমনকিছু যোগ্য, মেধাবী, আর চারিত্রিক গুণসম্পন্ন মানুষ বের হবেন, যারা আগামীর বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা